উত্তম • তনুজা অভিনীত
দেয়া
নেয়া
প্রযোজনা • শ্যামল মিত্র

শ্যামল মিত্র প্রযোজিত

দেয়া নেয়া

রূপছায়া চিত্রের নিবেদন

পরিচালনা	চিত্রনাট্য	সংগীত
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	**বিধায়ক ভট্টাচার্য্য**	**শ্যামল মিত্র**

আলোকচিত্র : কানাই দে (S.C.I.)। প্রধান সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশনা : সুনীল সরকার। শব্দধারণ : নৃপেন পাল, সুজিৎ সরকার। শব্দ-পুনর্যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ। গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সম্পাদনা : রাসবিহারী সিং। রূপসজ্জা : শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রধান কর্ম্মসচিব : কৈলাশ বাগচি। ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : ধীরেন দাস। পটশিল্পী : আর, আর, সিন্ধে। পোষাক পরিকল্পনা : যতীন কুণ্ড, বরেন দত্ত, দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। স্থিরচিত্র : ক্যাপস ফটোগ্রাফী। প্রচার-পরিকল্পনা : রবি বসু। কণ্ঠ-সংগীতে : শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও চিন্ময় লাহিড়ী। ঐকতান : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা।

• কৃতজ্ঞতা স্বীকার •

এইচ, এম, ভি, (পি, কে, সেন)। জে, বাসু। বি, বাসু। জে, এন, ঘোষ। রমেন ঘোষ (সোনারাস)। পি, ঘোষ (রূপায়ণ কম্পানী)। দত্ত এণ্ড কোং। অষ্টিন ডিষ্ট্রিউটার্স প্রাইভেট লিঃ। কাজী সব্যসাচী। বাবলি সরকার। সৌরেন কর (লক্কৌ)। গুরু বকস্ সিং (লক্কৌ)। শিবপদ মুখার্জ্জী (লক্কৌ)। ট্রাকটার্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড (লক্কৌ)। বালিগঞ্জ কালচারাল এসোসিয়েশন। চৌধুরী এণ্ড কোং। বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্ম্মীবৃন্দ।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত
আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফ্লিম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

• সহকারীবৃন্দ •

পরিচালনায় : রাসবিহারী সিংহ, গৌর ভাদুড়ী। আলোকচিত্রে : মধু ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ বসাক, দুর্গা রাহা সুরা। শব্দধারণে : অনিল নন্দন, জ্যোতি প্রকাশ, ভোলানাথ, এ্যাডেল, মনি। শিল্পনির্দেশনায় : রবি দত্ত। রসায়নাগারে : অবনী, তারাপদ, মোহন, বীরেন। সংগীতে : শৈলেশ রায়। সম্পাদনায় : বিপ্লব রায় চৌধুরী। রূপসজ্জায় : গৌরদাস, সত্যেন, ভীম। ব্যবস্থাপনায় : সন্দীপ পাল, সমর গুপ্ত, প্রদীপ চ্যাটার্জ্জী, ত্রৈলক্য দাস। আলোকসম্পাতে : সতীশ দাস। দৃশ্যসজ্জানির্ম্মাণে : কেনারাম হালদার, সতীশ হালদার, কৃষ্ণ, দুখীরাম, ব্রজেন, মংগল, বেনুধর, রামখিলন, নারায়ণ, নব, ধনেশ্বর, হট, কেলু, কালাচাঁদ, কেশব, লালমোহন, মনি, হারা, মহম্মদ, তেরা, রফিক, সবরাতি, গোপাল, সুনীল, জব্বর, অপূর্ব্ব

একমাত্র পরিবেশক : ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড

গল্প

প্রশান্ত লক্ষ্ণৌর প্রবাসী বাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ী বি. কে. রায়ের একমাত্র পুত্র। প্রশান্ত সুদর্শন ও সুগায়ক। পিতা পুত্রের সঙ্গীতানুরাগের খবর রাখেন না। পছন্দও করেন না। পিতার অলক্ষ্যে প্রশান্ত অভিজিৎ চৌধুরীর ছদ্মনামে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

পিতা যেদিন পুত্রের সঙ্গীতানুরাগের কথা জানতে পারলেন সেদিন রাগে ফেটে পড়লেন। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে তাঁর বাড়ীতে থেকে সঙ্গীত সাধনা করা চলবে না। প্রশান্তও সঙ্গীতের প্রতি পিতার বিরাগের প্রতিবাদে কলকাতায় পাড়ি দিল।

কবি সুকান্ত বসু প্রশান্তর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাইই লেখা গান গেয়ে প্রশান্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। প্রশান্ত কলকাতায় এসে বন্ধু অসীমের বাসায় উঠল। অসীম ও স্ত্রী বিনোদিনী প্রশান্তকে কাছে পেয়ে খুব খুশী।

কলকাতার ঘটনাচক্রে প্রশান্ত ধনী অমৃতলাল চৌধুরীর বাড়ীতে মটর মেকানিকের চাকুরী নিল। অমৃতলালের বাড়ীতে প্রশান্তর পরিচয় কিন্তু হৃদয়হরণ নামে। সমস্ত ঘটনায় প্রশান্ত বেশ কৌতুক বোধ করে।

অমৃতলালের ভাগ্নী সুচরিতা প্রখ্যাত গায়ক অভিজিতের গানের একজন অনুরাগী ভক্ত। অভিজিতের সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা পোষণ করে সুচরিতা আর তা' জেনে প্রশান্ত বেশ মজা পায়।

দীর্ঘদিন পুত্রের কোন খোঁজ খবর না পেয়ে ও স্ত্রীর অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রীরায় গৃহভৃত্যকে প্রশান্তর খোঁজে কলকাতায় পাঠালেন এবং শেষ পর্য্যন্ত পুলিশে খবর দিলেন। এদিকে প্রশান্ত অমৃত লালের বাড়ী থেকেও উধাও হয়েছে। অমৃতলাল হৃদয়হরণকে স্নেহ করতেন তাই তাকে হারিয়ে বিচলিত হ'য়ে খোঁজাখুজি শুরু করলেন।

এদিকে বন্ধু কবি সুকান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন। ঠিক মত চিকিৎসা না করাতে পারলে তাকে বাঁচানো যাবে না হয়তো। কাজেই অর্থ সংগ্রহের জন্য জলসার আয়োজন করলো অসীম।

বিখ্যাত গায়ক অভিজিৎ এই প্রথম জনসমক্ষে গান গাইবে। প্রচুর ভীড় হয়েছে অভিজিৎকে চাক্ষুষ দেখতে ও গান শুনতে। সুচরিতাও এসেছে।

অভিজিৎকে দেখে সুচরিতার মোহভঙ্গ হয়। তাদের হারিয়ে যাওয়া হৃদয়হরণ আজকের অভিজিৎ চৌধুরী। এ যে কল্পনারও অতীত। রাগে, ক্ষোভে ও লজ্জায় সুচরিতার মরে যেতে ইচ্ছা হোল। কিন্তু মরা আর হয়ে উঠলো না, চারিদিকে হৈচৈ গোলমাল, পুলিশ এসে অভিজিৎকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

দ্রুত দৃশ্যের পরিবর্তন হ'তে লাগলো। সুচরিতা বাড়ী ফিরে দেখে কয়েকজন অপরিচিত লোকের মাঝে অভিজিৎ, না হৃদয়হরণ, না প্রশান্ত বসে আছে। কোন পরিচয়কে সুচরিতা মেনে নিল?

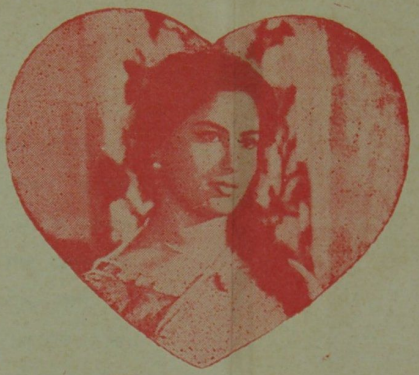

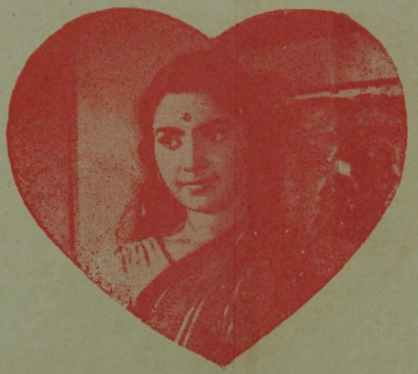

গান

(১)

এ গানে প্রজাপতির পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়
এ গানে রামধনু তার সাতটি রঙের দোল ঝরায়।
সীমানা ছাড়িয়ে যাই যে হারিয়ে
গানে আমার কে যে দিলো সুর সেতো জানিনা।
আমার এ গান সুনীল সাগর কূলে
মুকুতা খোজে শুধু মে ঝিনুক তুলে।
সে কার বাঁশীতে চাই যে হাসিতে
কাছে আমার আসে কোন দুর সেতো জানিনা।

(২)

দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা
দোলে কৃষ্ণ দোলে ঝুলনা
দোলে রাই দোলে ঝুলনা
দোলে দোদুল নাই তুলনা॥
রাধার অধরে জাগে হাসি
(ওগো) কহিছে ডেকে শ্যামের বাঁশী
এ লগন রাই ভুলনা।
দোলে শিখি পাখা, দোলে শুকসারী
ময়ুরী দোলে প্রেম অভিসারী
এ রাতের নাই তুলনা
এ লগন রাই ভুলোনা।
মাধব কহিছে ওগো রাধা
(ওগো) তুমি আমি একই সুরে বাঁধা
এ বাঁধন কভু খুলো না॥

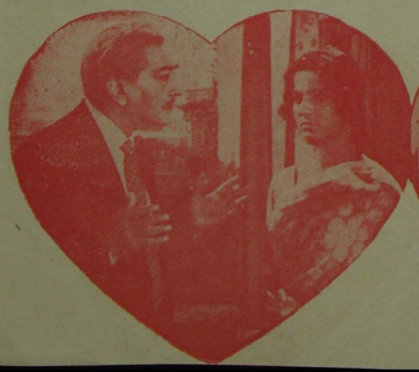

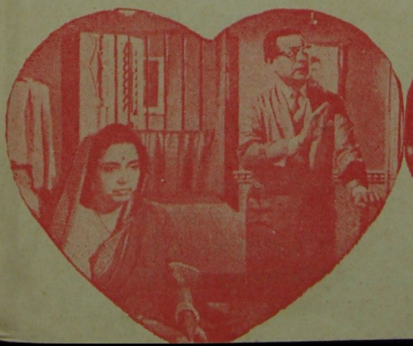

(৩)

আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন
আজ ঐ চোখে সাগরের নীল
আমি তাই কি গান গাইকি
বুঝি মনে মনে হয়ে গেল মিল ॥
কবরীতে ঐ ঝর ঝর কনক চাঁপা
না বলা কথায় থরথর অধর কাঁপা
তাই কি আকাশ হলো আজ
আলোয় আলোয় ঝিলমিল্
এই যেন নয়গো প্রথম
তোমায় যে কত দেখেছি
স্বপ্নের তুলি দিয়ে তাই
তোমার সে ছবি এঁকেছি ॥
মৌমাছি আজ গুণ গুণ দোলায় পাখা
যেন এ হৃদয় রামধনু খুশীতে মাখা
তাই কি গানের সুরে আজ
ভরে আমার এ নিখিল ।

(৪)

জীবন খাতার প্রতি পাতায়
যতই লেখ হিসাব নিকাশ কিছুই রবে না ।
লুকোচুরির এই যে খেলায়
প্রাণের যত দেয়া নেয়া পূর্ণ হবে না ।
কণ্ঠ ভরা এ গান শুনে
ছুটে তুমি এলে দ্বারে
চোখে দেখে এতো করেও
চেনো নি তো প্রভু তারে
অবহেলা সয়েও তবু
আমায় তুমি নাওগে ডেকে
সেতো কবে না ।

যে আঁখি হয় না খুশী আকাশ ভরা তারা দেখে
সেই হাসে কাঁচের ঝাড়ে
মোমের বাতি জেলে রেখে ।
জানি আমি, আমারে নয়
এ গান আমার ভালবাসো
নিজের ভুলে পথের ধুলায়
পরশ মাণিক ফেলে এসো ।
তোমার প্রাণের ওই ঠিকানায়
দেখেও আমায় তবু কিগো
ডেকে লবে না ।

(৫)

মাধবী মধুপে হলো মিতালী
এই বুঝি জীবনের মধু গিতালী
জলে দেখি জোনাকী
মন হলো আনমনা কি
তাই কি বাতাস ফুলের গন্ধে ভরানো
তাই কি নয়ন মধুর স্বপ্নে জড়ানো ।

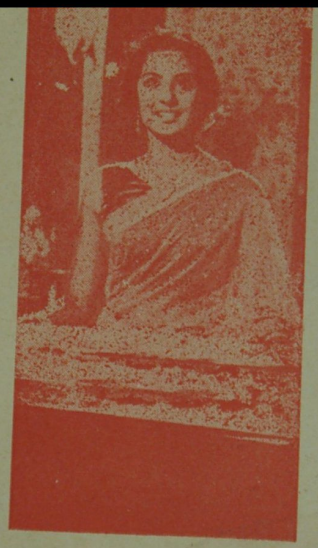

যদি চুপি চুপি কথা বলে মন
সেই কথা বলে' ওগো
যায় শোনা কি ॥
এই যে এতো আলো হাসি
কখনও আগে জাগেনি
নিজেরে তো আর কোনদিন
এমন করে ভালো লাগেনি ॥

ওগো পরাণের কবি মোর
আজ হাতে বাঁশী তুলে নাও
উৎসব এ লগন সুরে সুরে দাও ভরে দাও
শুধু চোখে চোখে চেয়ে সারারাত
হবে শুধু আকাশের তারা গোনা কি ।

(৬)

গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে
ভেবে ছিলো একটি পাখী
হঠাৎ বুকে বিঁধলো যে তীর
স্বপ্ন দেখা হলো ফাঁকী ।
তাই গান শোনাতে হায়
কণ্ঠ কেঁপে যায়
তারে হাসি মুখে যেতে দাও
শেষ গান শুনে নাও ।
মনে রেখো মনে রেখো
তার এই শেষ গান ।
যার গান শুনে একদিন
কণ্ঠে পরালো মালা
আজ তোমাদের সভা হতে
তার বিদায় নেবার পালা ।
ঝরে কত তারা অলখে
মনে রাখে বল কে
ছিলো কত সুর বুকে তার
জানিবে না কেহ আর
মনে রেখো মনে রেখো
তার এই শেষ গান ।

● ভূমিকায় ●

উত্তমকুমার, তনুজা

পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, তরুনকুমার, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, প্রেমাংশু বসু, শ্যামলাহা, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবি রায় চৌধুরী, রতন ব্যানার্জ্জী, রঞ্জিত সিংহা (অতিথি), সুনীল দাস, সুশীল চক্রবর্ত্তী, অনিল ভৌমিক, সমর কুমার, সুধীর বসু, কমল মজুমদার, বুবু গাঙ্গুলী, শৈলেন রায়, চুনীলাল চ্যাটার্জ্জী, তপন, বিশু, চণ্ডী, ছবি, ভানু, গোপেন, অমর, অলক, রবি, অনিল, মনি, দেবপ্রিয়।
ছায়াদেবী, লিলি চক্রবর্ত্তী, সুমিতা সান্যাল, কবিতা রায়, সীমা দেবী, দিপু, গায়ত্রী, কল্যাণী।

ছায়ালোক প্রাইভেট লিঃ, ২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।

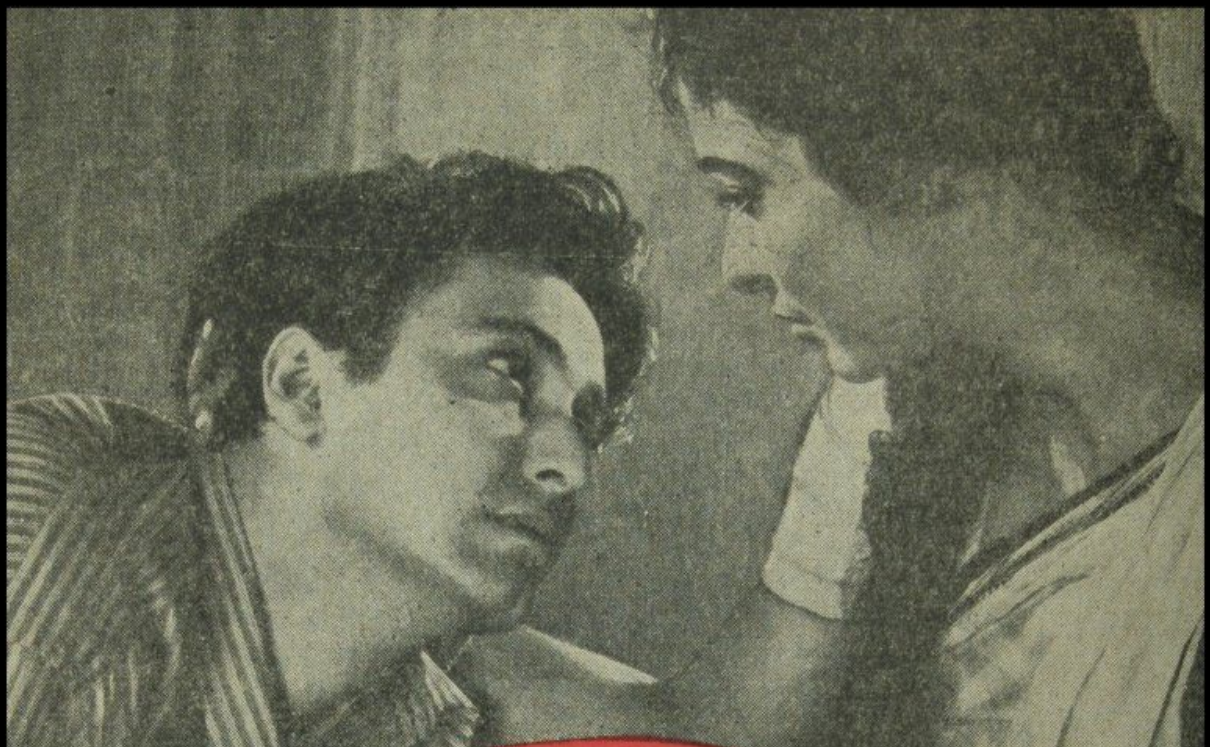

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে
'সন্ধানী'-র নিবেদন

অয়নান্ত

প্রধানাংশে
সৌমিত্র চ্যাটার্জি
সুপ্রিয়া চৌধুরী
শোভা সেন
বিশ্বনাথন
শম্পা · হারাধন
সুচন্দ্রা ব্যানার্জি

পরিচালনা
সন্ধানী
সঙ্গীত
সলিল চৌধুরী
ছায়ালোক রিলিজ

পরবর্তী আকর্ষণ